২০/১০/২০০৩

যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৭

খুলনার আহসানউল্লাহ্ কলেজে তালা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত

খুলনা ব্যুরো

নগরীর আহসান উল্লাহ কলেজের সাময়িক বহিষ্কৃত অধ্যক্ষ বিএনপির সাবেক সাংসদ আলী আহমেদ কলেজের বিভিন্ন কক্ষসহ অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। গত রোববার বহিরাগতদের নিয়ে তিনি কলেজ দখলের পর প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনে অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে। কলেজের ৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা গতকাল আলী আহমেদসহ তার সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

গতকাল সকাল ৯টায় নগরীর ময়লাপোতার আহসান উল্লাহ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান সিদ্দিকীসহ ৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কলেজে উপস্থিত হয়ে দেখেন বিভিন্ন কক্ষসহ অফিসকক্ষে তালা ঝোলানো। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার কলেজ দখলের পর সোমবার আলী আহমেদ কতিপয় বহিরাগত নিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। শিক্ষকরা জানান, এ ঘটনার পর বহিষ্কৃত

তালা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

তালা : অনিশ্চিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অধ্যক্ষ পলাতক রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের দুর্নীতির অভিযোগে আদালতে মামলা চলছে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব খুলনা বিভাগীয় কমিশনারকে প্রদান করে। কিন্তু বিভাগীয় কমিশনার বলছেন তিনি এখনও দায়িত্ব বুঝে নেননি। ফলে সাময়িক বহিষ্কৃত অধ্যক্ষের দখল প্রক্রিয়া ও গভর্নিং বডির সভাপতির পদ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় শিক্ষক ও ছাত্ররা সংকটে পড়েছেন।

রোববারের ঘটনায় থানা প্রথমে শিক্ষকদের জিডি গ্রহণ না করলেও পরে গ্রহণ করে। সাময়িক বহিষ্কৃত অধ্যক্ষের ঝোলানো তালা খুলতে শিক্ষকরা পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। কিন্তু কেএমপি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছেন। আলী আহমেদ বিএনপি নেতা হওয়ায় পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে চাইছে না বলে জানা গেছে।